FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা– বৈষম্য থেকে সুরক্ষা

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি অধিকার হচ্ছে বৈষম্য থেকে সুরক্ষার অধিকার |। বৈষম্য মানে হল, কারও বিশেষ পরিচয়ের কারণে অন্যদের তুলনায় ভিন্ন রকম আচরণ করা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম একটি বিধান হচ্ছে ধর্ম বা বিশ্বাসসহ অন্য যেকোনো কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্য করা অনুমোদিত নয়। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ২ নং অনুচ্ছেদ এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এই অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ২ নং অনুচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ ১

বর্তমান চুক্তির প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ চুক্তিতে স্বীকৃত, অধিকারসমূহকে সম্মান দেখাবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং জাত, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অথবা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে এর রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এবং এখতিয়ারাধীন সকলের জন্য উক্ত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে।

কাজেই ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ। বৈষম্যের উপরে নিষেধাজ্ঞা বলপ্রয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞারই প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র যে শুধু তার কাজের মধ্য দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে তা নয়, সেই সাথে সমাজ থকে বৈষম্য প্রতিরোধ ও বন্ধ করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথাপি, বৈষম্যের মাধ্যমেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা লংঘিত হয় এবং তা প্রত্যেক ধর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গবেষকরা দেখেছেন, সুইডেনে ইহুদীদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ২৬ ভাগ কম এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে তা ৩০ ভাগ। কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের ক্রুশ বা হিজাবের মত ধর্মীয় প্রতীক পরিধান নিষিদ্ধ করা আদৌ বৈষম্য কিনা এবং কখন তা বৈষম্যমূলক হয়ে ওঠে এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইউরোপের বিভিন্ন আদালত ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটিতে অসংখ্যবার উত্থাপিত হয়েছে।

বৈষম্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। কখনো কখনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্য সব ধর্মের তুলনায় কোনো এক বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অনুদান বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য। কখনো তা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে এবং অধিকারকেই অস্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো সম্প্রদায়কে তাদের আইনানুগ পরিচয় ধারণ বা উপাসনালয় নির্মাণের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। ধর্ম বা বিশ্বাসভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বৈষম্য শুধুমাত্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে না। বরং তা বিবাহ, সন্তানের অভিভাবকত্ব অথবা চাকরি, বাসস্থান, নাগরিক সেবা বা ন্যায়বিচারের মত জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে প্রভাবিত করে।

অনেক দেশের পরিচয়পত্রে নাগরিকের ধর্ম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এতে করে সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র ব্যবহারের সময় প্রতিবারই বৈষম্যের শিকার হওয়ার শংকা তৈরি হয়।

ইন্দোনেশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে বিবাহ বা জন্ম নিবন্ধনের জন্য বহু দূরে যেতে হয়, কারণ স্থানীয় কর্মকর্তারা তাদের নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি জানান। এবং খ্রিষ্টানদের গীর্জা নির্মাণ ও সংস্কার করার অনুমতি পেতে সমস্যা পোহাতে হয়। রাষ্ট্রীয় আদালতে বারবারই খ্রিষ্টানদের পক্ষে রায় দেওয়ার পরও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই রায় উপেক্ষা করেন। কারণ কখনো কখনো তারা সহিংস উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর ভয়ে এমনটা করে থাকেন।

পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক আইনের কারণে আহমদীয়া মতবাদ প্রচার, শিক্ষাদান বা এ সংক্রান্ত প্রকাশনা বিলি করাকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে এবং আহমদীয়া অনুসারীরা তাদের ভোটাধিকারও হারিয়েছে।

কেনিয়ার মানবাধিকার সংস্থা বলছে যে, দেশটিতে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের ফলে নিরাপত্তাকর্মীরা ব্যাপক হারে মুসলিমদের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে তাদের উপরে আক্রমণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং সেই সাথে যত্রতত্র গ্রেফতার, নির্যাতন, হত্যা ও গুমের মত ঘটনা ঘটছে। এবং এই অভিযোগগুলো সেখানকার সরকার অস্বীকার করছে।

মিয়ানমারের বাইশটি গ্রামে স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের গ্রামকে মুসলিমমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে। তারা গ্রামগুলোতে মুসলমানদের প্রবেশ বা রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মুসলিমদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং মুসলিমদের বিপক্ষে বিদ্বেষমূলক গুজব ছড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতি বন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

অনেক সময় একাধিক কারণে মানুষ বৈষম্যের মুখোমুখি হয়, যেমন ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গ বা বর্ণের কারণে। মানবাধিকারের ভাষায় একে বলা হয় আন্ত:শ্রেণিগত বা ইন্টারসেকশ্যনাল বৈষম্য। ফলে কোনো কোনো গোষ্ঠী তাদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা লংঘনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। যেমন- নারী, আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক সংখালঘু, এলজিবিটি (LGBT) সম্প্রদায়, অভিবাসী এবং শরণার্থী।

ভারতে বিদ্যমান আন্ত:শ্রেণিগত বা ইন্টারসেকশ্যনাল বৈষম্যের উদাহরণ দেখা যাক।

হিন্দু বর্ণপ্রথা এক ধরনের স্থায়ী শ্রেণি ব্যবস্থা, যা মানুষকে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণতে ভাগ করে। এছাড়াও বর্ণহীন মানুষেরা রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় দলিত। দলিতরা অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্রসীমার সবচেয়ে নিম্নতর স্তরে বাস করে এবং তাদেরকে চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। যদিও বর্ণপ্রথার উৎপত্তি হিন্দু ধর্ম থেকে, তথাপি এই ব্যবস্থা সমগ্র ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে এবং সকল ধর্মের মানুষকেই কোনো না কোনো বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখা হয়। যেমন, অনেক ভারতীয় খ্রিষ্টান ও মুসলিম দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সরকার বর্ণব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে বর্ণবৈষম্য প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। এই ব্যবস্থায় সরকারি চাকরিতে এবং সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিতদের জন্য বিশেষ কোটার বন্দোবস্ত করা হয় এবং বিশেষ নাগরিক সেবা লাভের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ পর্যন্ত শুনতে অনেকেরই ভাল লাগবে। কিন্তু এই সুযোগ সুবিধা কেবল হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারি দলিতদের জন্য প্রযোজ্য। খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দলিতরা এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

খ্রিষ্টান ও মুসলিম দলিতরা তাদের গোত্র ও সংখ্যালঘু ধর্মবিশ্বাস উভয় কারণেই সমাজে বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা তাদের ধর্মের জন্য বৈষম্যের শিকার হয় এবং সরকারের বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য পরিচালিত ইতিবাচক কার্যক্রম থেকেও তারা বঞ্চিত। এতে করে খ্রিষ্টান ও মুসলিম দলিতদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সার কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র কখনোই মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য করতে পারে না। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা এবং জনগণকে রক্ষা করা।

বৈষম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে। ধর্ম বা বিশ্বাসসহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক কারণে মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়।

এই ওয়েবসাইটের প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ থেকে বৈষম্য থেকে সুরক্ষা এবং এ সম্পর্কিত মানবাধিকার দলিলসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮